প্রথম আলো
সোমবার, ২২ এপ্রিল ২০১৩
editorial@prothom-alo.info

নতুন বেতন স্কেল দাবি তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন স্কেল প্রদানসহ সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। দাবি আদায়ে ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

গত শনিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে সমিতির নেতারা এসব দাবি ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণে সাড়া না পাওয়া গেলে ১১ মে সমিতির বিশেষ জাতীয় প্রতিনিধি সভা করে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা মো. মাহফুজুর রহমান, রশিদ উল্লাহ, লুৎফর রহমান, নাজমা আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, সেলিম মোল্লা প্রমুখ।

ইনকিলা
ঢাকা রোববার
৮ বৈশাখ ১৪২০
২১ এপ্রিল ২০১৩

৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বেতন কমিশনের মাধ্যমে নতুন বেতন স্কেল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ৬টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি। গতকাল শনিবার বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫ থেকে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করেছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবন যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। বর্তমানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তারা বলেন, সকলের জন্য এক অভিন্ন বিয়োগ বিধি প্রবর্তনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগে আউট সোর্সিং প্রথা বন্ধ করে বিদ্যমান শূন্য পদ পূরণ, উন্নয়ন খাত, ওয়ার্কশ্যাপ, কনিটেন্সি ও এম আর কর্মচারীদের রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণ এবং উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মচারীদের টাইম স্কেল বাতিল আদেশটি প্রত্যাহার করাসহ সমিতির শেষকৃত ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান। এ সময় সমিতির দাবি আদায়ে আগামী ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী কাছে স্মারকলিপি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি, রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা শাহ মো. শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, মাদ্রার হাজারজী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, মুন্সু সচিব সেলিম মোল্লা, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন প্রমুখ।

৪ মানবজমিন রোববার ২১শে এপ্রিল ২০১৩

কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও পে-কমিশনের দাবি

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে এ দাবি জানানো হয়। লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ২০০৯-এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবন যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতিমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছেন। এ অবস্থায় জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান জরুরি। সংবাদ সম্মেলনে সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মতো অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমযোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদায় স্কেল প্রদান করে কেবল বৈষম্য নিরসনের আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা মার্গদের মতো অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে। সমিতি এই দাবি আদায়ে ৩০শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি দেবে। তাতে সাড়া পাওয়া না গেলে ১১ই মে সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা হারুন-অর রশিদ, শাহাবুদ্দিন আল বিরুনী, শাহ মো. শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, মাদ্রার হাজারজী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, রায়হান উদ্দিন চৌধুরী, মো. শাহজাহান, নূরুল নবী, নজরুল ইসলাম, খায়রুল বাসার, আনিসুর রহমান, অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহমান, এমএ মান্নান, মুন্সু মহাসচিব সেলিম মোল্লা, আশস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন বাকি, আবদুল আজিজ, শফীকুল ইসলাম, তরিদুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সহকারী মহাসচিব আজিজুল নাহার, মাহতাহান আক্তার নিশা, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন, প্রচার সম্পাদক মো. ইসলাম মিয়া, ঢাকা মহানগর কমিটির কার্যকরী সভাপতি হারুন-অর-রশীদ, সহ-সভাপতি খতিবুর রহমান, মো. মাহবুব আলী প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি

আমাদের অর্থনীতি ৫
রোববার ৮ বৈশাখ ১৪২০ ● ২১ এপ্রিল ২০১৩

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি ও পে-কমিশন গঠনের দাবি

তোফাজ্জল হোসেন : জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এ দাবি জানান হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, ২০০৯-এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবন যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। সরকার ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতিকষ্টে জীবন যাপন করছে। অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন পে-স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদান করে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা মার্গদের ন্যায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানান।

যায়যায়দিন

[illegible]

সংগ্রাম
ঢাকা, রোববার
৮ বৈশাখ ১৪২০
২১ এপ্রিল ২০১৩

নতুন বেতন স্কেল প্রদানের দাবি তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। (৮-এর পৃষ্ঠার ২ কলাম)

সরকারি কর্মচারীদের

১-এর পৃঃ ১ এর কঃ পর

একইসঙ্গে বিদ্যমান ৬টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালের সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে তারা।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান এসব দাবি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, হারুনুর রশিদ, শাহাবুদ্দিন আল বিরুনী, শাহ মোঃ শফিউল হক, নাজমা আক্তার প্রমুখ।

মাহফুজুর রহমান বলেন, ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা তৎকালীন বাজারদর ও জীবনযাত্রার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করছে। তাই অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবর সংগঠনটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২১ এপ্রিল ২০১৩, রবিবার

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি ও পে-কমিশন দাবি

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে তিনটি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছেন তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নেতারা জানান, দাবি আদায়ের সমর্থনে তাঁরা ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি দেবেন। সরকার পক্ষ থেকে দাবি বাস্তবায়নে অনুকূল সাড়া না পাওয়া গেলে ১১ মে সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান। নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ, শাহাবুদ্দিন আল বিরুনী, শাহ মো. শফিউল হক, সহসভাপতি নাজমা আক্তার, মাদ্রার হাজারজী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, রায়হান উদ্দিন চৌধুরী, মো. শাহজাহান, নূরুল নবী, নজরুল ইসলাম, খায়রুল বাসার, আনিসুর রহমান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ
ঢাকা রোববার
৮ বৈশাখ ১৪২০
৯ জমাদিউস সানি ১৪৩৪
21 April 2013

নতুন বেতন কমিশনের দাবি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন কমিশন প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির নেতারা।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতারা এসব কথা বলেন।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সমিতির কার্যকরী সভাপতি মোহাম্মদ রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাজমা আকতার, মোহাম্মদ শফিউল হক ও মোহাম্মদ সেলিম মোল্লা।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তাছাড়া অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করা, বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির নেতাদের সমন্বয়ে সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তরসহ প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণী পদমর্যাদায় স্কেল প্রদান করে বৈমাত্র পিরিয়ড এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের পদায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, উপদেষ্টা হারুন রশিদ, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, প্রচার সম্পাদক শাহ ও রফিক উদ্দিন মনির।

যুগান্তর

দাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেবে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা

বৃত্তান্ত ডিপার্ট

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সমিতির নেতারা জানান, একজন সরকারি কর্মচারী বেতনভাতার কর্মঘণ্টার মধ্যে কতটা সময় নিয়ে কাজ করে আর কি সময়ের কর্মফল দিতে পারে। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের জন্য স্মারকলিপি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাব। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এ সময় বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর বরমনসহ সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, অবিলম্বে নতুন পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করতে হবে। পরিবহনের কর্মচারী কর্মচারীদের মতো অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে। প্রকৌশলীদের মতো কর্মচারীদের জন্যও বিশেষ পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

মোঃ খালিকুজ্জামান চৌধুরী
সহকারী সলিসিটর, জেলা পরিষদ
কক্ষ নং-৭৩/১২৫, সড়ক ভবন
রমনা, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১২-২০১৫২৯

জনকণ্ঠ
ঢাকা, রবিবার
৮ বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সরকারী চাকুরেদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি দাবি

পীস রিপোর্ট ॥ জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকারী কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি দাবিতে আগামী ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করবে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতারা এসব কথা বলেন।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সমিতির কার্যকরী সভাপতি মোহাম্মদ রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাজমা আকতার, মোহাম্মদ শফিউল হক ও মোহাম্মদ সেলিম মোল্লা।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তাছাড়া অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি জানান তারা।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিদ্ধান্ত বক্তব্যে বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তারা অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি, বৈমাত্র পিরিয়ড এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের পদায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানসহ ৭ দফা দাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেবে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, উপদেষ্টা হারুন রশিদ, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, প্রচার সম্পাদক শাহ ও রফিক উদ্দিন মনির।

যুগান্তর

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতারা এসব কথা বলেন।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সমিতির কার্যকরী সভাপতি মোহাম্মদ রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাজমা আকতার, মোহাম্মদ শফিউল হক ও মোহাম্মদ সেলিম মোল্লা।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তাছাড়া অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি জানান তারা।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিদ্ধান্ত বক্তব্যে বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তারা অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি, বৈমাত্র পিরিয়ড এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের পদায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানসহ ৭ দফা দাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেবে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, উপদেষ্টা হারুন রশিদ, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, প্রচার সম্পাদক শাহ ও রফিক উদ্দিন মনির।

সমকাল
রোববার
২১ এপ্রিল ২০১৩ ৮ বৈশাখ ১৪২০

তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বাড়ানোর দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির নেতারা। দাবি আদায়ে ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেবেন তারা। ইতিমধ্যে আশা পাওয়া না গেলে ১১ মে সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করা হবে। শনিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে নেতারা এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। বক্তব্য কালে সমিতির কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, যুগ্ম-মহাসচিব জাভেদুর রহমান, উপদেষ্টা হারুন রশিদ, যুগ্ম মহাসচিব সেলিম মোল্লা, প্রচার সম্পাদক শাহ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শফিউল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নেতারা বলেন, ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে তাদের বেতন ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জীবন-যাপনের জন্য এটি ছিল অপ্রতুল। নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীদের জীবন-যাপন দুরূহ হয়ে পড়েছে। তারা যেখানে সপ্তম কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় বেতনের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'সচিবালয়ের কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তরে কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণী পদমর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদান করে বৈমাত্র পিরিয়ড এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের পদায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, উপদেষ্টা হারুন রশিদ, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, প্রচার সম্পাদক শাহ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শফিউল হক প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ৮ বৈশাখ ১৪২০
২১ এপ্রিল ২০১৩

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীনের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিদ্যমান ৩টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন।

লিখিত বক্তব্য সমিতির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ২০০৯-এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা তৎকালীন বাজারদর ও জীবন-যাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করছে। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন প্রমুখ।

নয়া দিগন্ত
ঢাকা, রোববার ৮ বৈশাখ ১৪২০, ২১ এপ্রিল ২০১৩

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ও পে-কমিশন গঠনের দাবি

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ শতাংশ বেতন বাড়িয়ে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বিদ্যমান ৩টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নেতারা জানান, ২০০৯-এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ শতাংশ বেড়েছিল। যা তৎকালীন বাজারদর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছেন। তারা অবিলম্বে জাতীয় পেকমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ শতাংশ বেতনভাতা বৃদ্ধিসহ সচিবালয়ের কার্যরত কর্মচারীদের মতো অন্যান্য দপ্তরের প্রতিষ্ঠানের সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণী পদমর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদানে ওয়ে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের মতো অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পলিটেকনিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানান।

দাবি আদায়ের সময়সীমা ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করবে কর্মচারী সমিতি। সরকার পক্ষ থেকে পেশকৃত দাবি বাস্তবায়ন জনুরূপ সাড়া না পাওয়া গেলে ১১ মে ২০১৩ সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান সংগঠনের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মো: মাহবুবুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাস, মহাসচিব শুভঙ্কর বরমন, উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

যায়যায়দিন

৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি সরকারি কর্মচারীদের

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি করে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের বিদ্যমান ৩টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে তিনটি বেতন স্কেল নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতি।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে নেতারা জানান, ২০০৯ এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তৎকালীন বাজারদর ও জীবনযাপনের ব্যয়ভার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করছেন। তারা অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ সচিবালয়ে কার্যরত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তর